তারিখঃ ২০/১১/২০২৪ ইং
বরাবর,
রেজিষ্টার
হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় দিনাজপুর।

বিষয়ঃ ডিফেন্স প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসঙ্গে।

জনাব,
নিবেদন এই যে আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্টগ্রাজুয়েট অনুষদের সিএসই (কম্পিউটার সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং) বিভাগের মাস্টার্স প্রোগ্রামের জানুয়ারি-জুন ২০২০ সেশনের একজন ছাত্র। আমি গত জানুয়ারি-জুন ২০২০ সেশনে ভর্তি হলেও (মহামারী করোনাসহ নানান কারণে) আমাদের ব্যাচের পরীক্ষা যথা সময়ে অনুষ্ঠিত হয়নি। আমাদের জানুয়ারি-জুন ২০২০ সেশনের নিয়মিত পরীক্ষা এক বছর ১০ মাস পর ২০২১ সালের অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত হয় এবং আমাদের দ্বিতীয় সেমিস্টারের নিয়মিত পরীক্ষা ২০২২ সালের আগস্ট মাসে শুরু হয়ে সেপ্টেম্বর মাসে শেষ হয় অর্থাৎ আমার নিয়মিত দুই সেমিস্টার পরীক্ষা শেষ হতে প্রায় তিন বছর (২ বছর ৯ মাস) সময় অতিবাহিত হয়। (উল্লেখ্য যে, জানুয়ারি-জুন ২০২০ সেশনের ভর্তিকৃত ৩০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ০২ জন শিক্ষার্থী থিওরি সেমিস্টার শেষ সম্পন্ন করে।) এমতাবস্থায় দুই সেমিস্টার পরে আমার আরও তিন সেমিস্টার (১৮ মাস) অবশিষ্ট থাকে। কিন্তু দ্বিতীয় সেমিস্টার পরীক্ষার ১০ মাস পর ২০২৩ সালের জুলাই মাসে থিসিস এর কাজ শেষে ডিফেন্স গ্রহণের জন্য আবেদন করলে আমাকে জানানো হয় আমার সময় শেষ হয়ে গেছে অথচ তখনো আমার হাতে আরও (৮ মাস) পূর্ণ এক সেমিস্টার অবশিষ্ট ছিল। এমতাবস্থায় (বিভাগের পরামর্শে) আমি ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে (১০/০৭/২৩ তারিখে) সময় বর্ধিতকরণের আবেদন করলে তা বাতিল হয়, পরের দফায় পুনরায় (২৩/০৯/২৩ তারিখে) থিসিস পেপার সংযুক্তিসহ ডিফেন্স প্রদানের অনুমতি প্রার্থনা করলে সেটাও বাতিল হয় (আবেদন পত্র সংযুক্ত)। এছাড়াও বিভাগ থেকে মৌখিক নির্দেশনা ছিলো যে, পেপার পাবলিশ সাপেক্ষে ডিফেন্স গ্রহণ করা হবে, যা পুরণের জন্য International Journal of Computer Applications (0975-8887), Volume 186-No. 2, January 2024 এ “Advanced Masked Face Recognition using Robust and Light Weight Deep Learning Model” নামে একটি আর্টিকেলও প্রকাশ করা হয়। বিষয়টির সার্বিক তথ্যাদি নিয়ে অনুষদের ডীন, বিভাগের চেয়ারম্যানের সাথে দফায় দফায় কথা বলা হয়। কিন্তু উপাচার্য মহোদয় ডিফেন্স গ্রহণে একমত নন বলে জানানো হয়। পরবর্তীতে উপাচার্য মহোদয়কে সমুদয় তথ্যাদি ও ঘটনা প্রবাহ অবগত করলে, তিনি পরবর্তী একাডেমিক কাউন্সিলে বিষয়টির সুরাহা করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। ইতোমধ্যে জুলাই-বিপ্লবে তাঁর পদচ্যুতি ঘটলে বিষয়টি আর সুরাহা হয় না। এমতাবস্থায় গত ১৭/১০/২৪ ইং তারিখে ডীন মহোদয়কে অবহিত করলে, তিনি চেয়ারম্যানের সুপারিশসহ আবেদনের পরামর্শ প্রদান করেন। বিষটি নিয়ে চেয়ারম্যান মহোদয়ের শরণাপন্ন হলে, তিনি জানান, যেহেতু বিষয়টি গত চেয়ারম্যানের দায়িত্বকালের তাই তাঁর পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। পরবর্তীতে গত ৩১/১০/২৪ ইং তারিখে পুনরায় সুপারিশের জন্য গেলে তিনি সুপারিশ করতে অস্বীকৃতি জানান। পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে একতরফা ভাবে কথা বলতে না দিয়ে হেয়সূচক বাক্য (তুমি বেয়াদপ, অকৃতজ্ঞ, অযোগ্য) ব্যয় করেন, সেই সাথে আমার কর্মজীবন নিয়েও কটূকথা (তুমিও নাকি একজন শিক্ষক, তুমি কীভাবে শিক্ষক হও, তোমার মানসিক সমস্যা, তোমার কাউন্সিলিং দরকার ইত্যাদি) বলেন। সে সময় সেখানে প্রাক্তন চেয়ারম্যান (ফজলে রাব্বি স্যার), ও বিভাগের আরেক জন স্যার (মো. সোহরাওর্দী সৈকত) উপস্থিত ছিলেন।

এমতাবস্থায় আমার বিষয়টি সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে ডিফেন্স প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে আপনার সদয় মর্জি হয়।

নিবেদক
আপনার অনুগত

(মো. ওমর ফারুক)
পোস্টগ্রাজুয়েট অনুষদ
সিএসই বিভাগ (মাস্টার্স)
আইডি নং- ২০০২৫০৮
মোবাইলঃ ০১৭১১৪২৭৭৩৭

সংযুক্তিঃ
১। প্রথম সেমিস্টারের রুটিন
২। দ্বিতীয় সেমিস্টারের রুটিন
৩। প্রথম আবেদন পত্র
৪। দ্বিতীয় আবেদন পত্র
৫। গবেষণা পত্র

অবগতিঃ
১। প্রক্টর, হাবিপ্রবি।
২। ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা বিভাগ, হাবিপ্রবি।
৩। ডীন, পোস্টগ্রাজুয়েট অনুষদ, হাবিপ্রবি।